দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দশ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতারণার শিকার

মুজতবা খন্দকার ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিতভাবে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র জানান, দেশে বিভিন্ন নামে প্রায় ২০টির বেশী

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

দশ হাজার ছাত্রছাত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে যাদের কোন সরকারী অনুমোদন, কোন বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি, এমনকি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)–এরও অনুমোদন (এফিলিয়েশন) নেই।

সূত্র জানান, কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য না থাকা সত্ত্বেও ঐসব বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ পত্রিকায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহবান করে।

সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা এইসব মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশে মাত্র ৯টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের সরকারী অনুমোদন রয়েছে। বাকিগুলোর মেডিক্যাল কলেজ খোলার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। নিয়মানুযায়ী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতি দেয়। পরে ঐ কলেজকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি (এফিলিয়েশন) নিতে হয় এবং বিএমডিসির অনুমোদন পেতে হয়। কিন্তু এসব কলেজ বিজ্ঞাপনে এইসব বৈশিষ্ট্যের কথা দাবী করলেও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আদৌ এসবের অস্তিত্ব নেই। ফলে চার বছর শিক্ষাজীবন শেষে কর্তৃপক্ষ এদের যে ডিগ্রী প্রদান করবে দেশে–বিদেশে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

এইসব কলেজে ভর্তির ব্যাপারে খোঁজ–খবর নিয়ে জানা গেছে, ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে তিন থেকে চার লাখ টাকার অনুদান নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে এসব কলেজের কর্তৃপক্ষ কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র বলছেন, এসব কলেজের কয়েকটি অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু যে যোগ্যতার ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া হয় তার কোন বৈশিষ্ট্যই কলেজগুলোতে নেই। অপরিকল্পিতভাবে এসব কলেজ গড়ে উঠেছে। সূত্র জানান, কলেজ খোলার সময় দরকার একটি ক্যাম্পাস এবং ৫ জন ছাত্রের জন্য ১ জন রোগী। এই হিসাবে ৫০ জন ছাত্র ভর্তি করা হলে কলেজটিতে অবশ্যই ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থাকতে হবে।

যে সকল বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের সরকারী অনুমোদন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বাজিতপুরের আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম, জয়নুল হক শিকদার গণস্বাস্থ্য, কমিউনিটি বেসড, রাগিব রাবেয়া, সিটি ডেন্টাল কলেজ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজসহ আরও দুটি মেডিক্যাল কলেজ। দেশের প্রায় ১০ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন।